

## সপ্তম অধ্যায়

### বিদুরের অতিরিক্ত প্রশ্ন

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং ব্রূবাণং মৈত্রেয়ং দ্বৈপায়নসুতো বুধঃ ।

প্রীণয়ন্নিব ভারত্যা বিদুরঃ প্রত্যভাষত ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; এবম্—এইভাবে; ব্রূবাণম্—বলে; মৈত্রেয়ম্—মহর্ষি মৈত্রেয়কে; দ্বৈপায়ন-সুতঃ—দ্বৈপায়নের পুত্র; বুধঃ—বিদ্বান; প্রীণয়ন্—প্রীতিপূর্ণ; ইব—মতো; ভারত্যা—প্রার্থনারূপে; বিদুরঃ—বিদুর; প্রত্যভাষত—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের বিজ্ঞ পুত্র বিদুর মহর্ষি মৈত্রেয়ের এই উপদেশ শ্রবণ করে মধুর বাক্যে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ২

বিদুর উবাচ

ব্রহ্মন্ কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ ।

লীলয়া চাপি যুজ্যেরন্নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; কথম্—কিভাবে; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; চিৎ-মাত্রস্য—সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়; অবিকারিণঃ—অপরিবর্তনীয়ের; লীলয়া—তাঁর লীলার দ্বারা; চ—অথবা; অপি—এই রকম হওয়া সত্ত্বেও; যুজ্যেরন্—ঘটিত হয়; নির্গুণস্য—যিনি প্রকৃতির গুণরহিত; গুণাঃ—প্রকৃতির গুণ; ক্রিয়াঃ—কার্যকলাপ।



### অনুবাদ

শ্রীবিদুর বললেন—হে মহান ব্রাহ্মন্! যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণ চিন্ময় এবং অপরিবর্তনীয়, তাহলে তিনি কিভাবে জড়া প্রকৃতির গুণ এবং কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত? এইগুলি যদি তাঁর লীলা হয়, তাহলে অবিকারীর কার্যকলাপ কিভাবে সম্পন্ন হয় এবং প্রকৃতির গুণরহিত গুণাবলী কিভাবে প্রদর্শন করেন?

### তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে, পরমাত্মা তথা পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, জড় জগতের সৃষ্টিকার্যে ভগবানের কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে, কিন্তু এই জগৎ জীবের পক্ষে মোহজনক। তাই ভগবান হচ্ছেন মায়ার অধীশ্বর, কিন্তু জীব হচ্ছে মায়ার অধীন। অনেকের একটি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, ভগবান যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন অথবা তাঁর সমস্ত শক্তিসহ আবির্ভূত হন, তখন তিনিও একজন সাধারণ মানুষের মতো মায়ার অধীন হয়ে পড়েন। ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন করার মাধ্যমে, বিদুর মানুষের এই ভ্রান্ত ধারণাটি দূর করছেন। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন দার্শনিকেরা সাধারণত সিদ্ধান্ত করে যে, ভগবান এবং জীব সমপর্যায়ভুক্ত। মহর্ষি মৈত্রেয় সেই সমস্ত অপসিদ্ধান্তগুলিকে কিভাবে নিরস্ত করেছেন তা বিদুর শ্রবণ করেছিলেন। এই শ্লোকে ভগবানকে চিন্মাত্র, বা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের বহু আশ্চর্যজনক অনিত্য ও নিত্য বস্তু সৃষ্টি এবং প্রকাশ করার অনন্ত শক্তি রয়েছে। যেহেতু এই জড় জগৎ তাঁর বহিরঙ্গা প্রকৃতির সৃষ্টি, তাই তা অনিত্য বলে মনে হয়; একসময় তার প্রকাশ হয়, কিছুকালের জন্য তা স্থায়ী হয়, এবং পুনরায় তা লয়প্রাপ্ত হয়ে তাঁর শক্তিতে সংরক্ষিত হয়। সেই কথা বর্ণনা করে ভগবদ্গীতায় (৮/১৯) বলা হয়েছে—ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে। কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির সৃষ্ট চিৎ জগৎ জড় জগতের মতো অনিত্য নয়, পক্ষান্তরে, তা হচ্ছে নিত্য এবং অপ্রাকৃত জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, সৌন্দর্য ও মহিমায় পূর্ণ। ভগবানের শক্তির এই প্রকার প্রকাশ নিত্য এবং তাই তাকে বলা হয় নিগুণ, বা জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে এমনকি সত্ত্বগুণ থেকেও মুক্ত। চিৎ জগৎ জড় সত্ত্বগুণেরও অতীত এবং তাই তা অপরিবর্তনীয়। যেহেতু এই প্রকার নিত্য ও অপরিবর্তনীয় গুণাবলীর অধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান কখনও কোন প্রকার জড় প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন না, তখন







## শ্লোক ৩

ক্রীড়ায়ামুদ্যমোহর্ভস্য কামশ্চিক্রীড়িষ্যান্যতঃ ।

স্বতন্তুপ্তস্য চ কথং নিবৃত্তস্য সদান্যতঃ ॥ ৩ ॥

ক্রীড়ায়াম্—খেলার বিষয়ে; উদ্যমঃ—উৎসাহ; অর্ভস্য—বালকদের; কামঃ—বাসনা; চিক্রীড়িষা—খেলা করার ইচ্ছা; অন্যতঃ—অন্য বালকদের সঙ্গে; স্বতঃ-তুপ্তস্য—যিনি আত্মতুপ্ত; চ—ও; কথম্—কি জন্য; নিবৃত্তস্য—যিনি অনাসক্ত; সদা—সর্বদা; অন্যতঃ—অন্যথা।

## অনুবাদ

বালকেরা অন্য বালকদের সঙ্গে খেলায় অথবা বিচিত্র আমোদ প্রমোদে উৎসাহী, কেননা তারা বাসনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের বেলায় সেই রকম কোন বাসনার সম্ভাবনা নেই, কেননা তিনি আত্মতুপ্ত এবং সর্বদাই সব কিছুর প্রতি অনাসক্ত।

## তাৎপর্য

যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, তাই তিনি ছাড়া আর কোন কিছুই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আশুন যেমন তাপ এবং আলোকরূপে নিজেকে বিকীর্ণ করে, ভগবানও তাঁর শক্তির দ্বারা তাঁর বহুবিধ স্বাংশ এবং বিভিన్నাংশ প্রকাশরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। ভগবান ছাড়া যেহেতু আর কোন কিছুই অস্তিত্ব নেই, তাই ভগবান যখন যে কোন বিষয়ের সঙ্গ করেন, তখন তিনি নিজেই নিজের সঙ্গ করেন। ভগবদ্গীতায় (৯/৪) ভগবান বলেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষুবস্থিতঃ ॥

“অব্যক্তরূপে ভগবান নিজেই সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়েছেন। সব কিছুই তাঁর মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু তিনি সেই সবার মধ্যে নেই।” এই হচ্ছে ভগবানের সংযোগ এবং বিয়োগের ঐশ্বর্য। তিনি সব কিছুতেই সংযুক্ত, তবুও সব কিছু থেকেই বিযুক্ত।

## শ্লোক ৪

অশ্রাঙ্কীভুগবান্ বিশ্বং গুণময্যাত্মমায়য়া ।

তয়া সংস্থাপয়ত্যেতদ্বয়ঃ প্রত্যপিধাস্যতি ॥ ৪ ॥



অশ্রাক্ষীং—সৃজন করিয়েছেন; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; বিশ্বম্—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড;  
 ঙ্গ-ময়া—জড় প্রকৃতির তিনটি গুণযুক্ত; আত্মা—আত্মা; মায়য়া—মায়াশক্তির দ্বারা;  
 তয়া—তার দ্বারা; সংস্থাপয়তি—পালন করেন; এতৎ—এই সমস্ত; ভূয়ঃ—পুনরায়;  
 প্রত্যপিধাস্যতি—প্রলয় সাধন করেন।

### অনুবাদ

তার স্বরক্ষিত ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির দ্বারা ভগবান এই বিশ্ব সৃজন করিয়েছেন।  
 তার দ্বারা তিনি এই সৃষ্টি পালন করেন এবং পক্ষান্তরে, তা ধ্বংসও করেন।  
 এইভাবে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি এবং ধ্বংস কার্য সম্পাদিত হয়।

### তাৎপর্য

যে সমস্ত জীব অনুকরণ দ্বারা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনার ফলে  
 মায়া কর্তৃক বিচলিত হয়েছে, তাদের জন্য ভগবান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন।  
 জড় প্রকৃতির তিনটি গুণ হচ্ছে সেই সমস্ত বদ্ধ জীবদের আরও অধিক বিমোহিত  
 করার জন্য। মায়াশক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে বদ্ধ জীব তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে  
 নিজেকে জড় সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে, এবং তার ফলে সে জন্ম-জন্মান্তরে  
 ভৌতিক কার্যকলাপের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এই জড় জগৎ ভগবানের  
 নিজের জন্য নয়; পক্ষান্তরে, যারা তাদের ভগবৎ প্রদত্ত ক্ষুদ্র স্বাধীনতার অপব্যবহার  
 করার ফলে প্রভুত্ব করতে চায়, সেই সমস্ত বদ্ধ জীবদের জন্য। তার ফলে বদ্ধ  
 জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম এবং মৃত্যুর অধীন হয়।

### শ্লোক ৫

দেশতঃ কালতো যোহসাববস্থাতঃ স্বতোহন্যতঃ ।

অবিলুপ্তাববোধাত্মা স যুজ্যেতাজয়া কথম্ ॥ ৫ ॥

দেশতঃ—পরিস্থিতি সংক্রান্ত; কালতঃ—কালের প্রভাবে; যঃ—যিনি; অসৌ—জীব;  
 অবস্থাতঃ—স্থিতির দ্বারা; স্বতঃ—স্বপ্নের দ্বারা; অন্যতঃ—অন্যের দ্বারা; অবিলুপ্ত—  
 বিলুপ্ত; অববোধ—চেতনা; আত্মা—শুদ্ধ আত্মা; সঃ—তিনি; যুজ্যেত—যুক্ত;  
 অজয়া—অবিদ্যাসহ; কথম্—কিভাবে।

### অনুবাদ

শুদ্ধ আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যসম্পন্ন, এবং তা কখনই দেশ, কাল, অবস্থা, স্বপ্ন  
 অথবা অন্য কারণের দ্বারা অচেতন হয় না। তাহলে কিভাবে সে অবিদ্যার দ্বারা  
 আচ্ছন্ন হয়?



### তাৎপর্য

জীবের চেতনা সর্বদাই বর্তমান থাকে এবং কোন অবস্থাতেই তার পরিবর্তন হয় না, যে কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন মানুষ যখন একস্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে, তখন সে সচেতন থাকে যে, সে তার স্থান পরিবর্তন করেছে। সে বিদ্যুতের মতো অতীতে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে সর্বদাই বর্তমান থাকে। সে তার অতীতের ঘটনাবলী স্মরণ করতে পারে, এবং তার অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের বিষয়েও অনুমান করতে পারে। কোন অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে স্থিত হলেও, সে কখনই তার ব্যক্তিগত পরিচয় ভুলে যায় না। তাহলে উর্ধ্বতন কোন বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত না হলে, কিভাবে সে বিশুদ্ধ আত্মরূপে তার প্রকৃত পরিচয় বিস্মৃত হয়ে নিজেকে জড় বলে মনে করে? এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জীব অবিদ্যা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়, যে কথা বিষ্ণু পুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবদ্গীতায় (৭/৫) জীবকে পরা প্রকৃতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং বিষ্ণু পুরাণে তাকে পরা শক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে ভগবানের শক্তি। সে কখনই শক্তিমান নয়। শক্তিমান বহু শক্তি প্রদর্শন করতে পারে, কিন্তু শক্তি কখনই শক্তিমানের সমকক্ষ হতে পারে না। এক শক্তি অন্য শক্তির দ্বারা পরাভূত হতে পারে, কিন্তু শক্তিমান কখনও শক্তির দ্বারা পরাভূত হন না, কেননা সমস্ত শক্তি তাঁর অধীন। ভগবানের জীবশক্তি বা ক্ষেত্রজ শক্তির বহিরঙ্গ শক্তির দ্বারা পরাভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞা, এবং এইভাবে সে জড় জগতে এক উদ্ভট পরিস্থিতিতে স্থিত হয়েছে। অবিদ্যা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত না হলে জীব কখনই তার প্রকৃত পরিচয় বিস্মৃত হতে পারে না। যেহেতু জীবের অবিদ্যা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, তাই সে কখনও পরম শক্তিমানের সমকক্ষ হতে পারে না।

### শ্লোক ৬

ভগবানেক এবৈষ সর্বক্ষেত্রেষুবস্থিতঃ ।

অমুষ্য দুর্ভগত্বং বা ক্লেশো বা কর্মভিঃ কুতঃ ॥ ৬ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; একঃ—একলা; এব এবঃ—এই সমস্ত; সর্ব—সমস্ত; ক্ষেত্রেষু—জীবে; অবস্থিতঃ—বিরাজমান; অমুষ্য—জীবের; দুর্ভগত্বম্—দুর্ভাগ্য; বা—অথবা; ক্লেশঃ—দুঃখ-দুর্দশা; বা—অথবা; কর্মভিঃ—কর্মের দ্বারা; কুতঃ—কি জন্য।



### অনুবাদ

ভগবান পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত। তাহলে জীবের কার্যকলাপ কেন দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় এবং দুঃখ-দুর্দশায় পর্যবসিত হয়?

### তাৎপর্য

মৈত্রেয়ের কাছে বিদুরের পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে, “ভগবান যদিও পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, তা সত্ত্বেও জীবকে কেন নানা রকম দুঃখ-দুর্দশা এবং দুর্ভাগ্য ভোগ করতে হয়?” দেহকে একটি ফলবন্ত বৃক্ষ বলে বিবেচনা করা হয়, জীব এবং পরমেশ্বর ভগবান সেই বৃক্ষটিতে দুটি পাখির মতো বর্তমান। জীবাত্মা সেই বৃক্ষের ফল আহার করে, কিন্তু পরমাত্মারূপী ভগবান সাক্ষীরূপে অন্য পক্ষীটির কার্যকলাপ দর্শন করেন। রাষ্ট্রের কোন নাগরিক কর্তৃপক্ষের পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণের অভাবে কষ্টভোগ করতে পারে, কিন্তু এইটি কিভাবে সম্ভব যে, রাষ্ট্রপ্রধান স্বয়ং বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কোন নাগরিক অন্য নাগরিকের কাছ থেকে কষ্টভোগ করে? অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যায় যে, জীব গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক, এবং তার ফলে তাঁর শুদ্ধ অবস্থায় তাঁর জ্ঞান কখনও অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে না, বিশেষ করে পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতিতে। তাহলে জীব কিভাবে অবিদ্যার দ্বারা প্রভাবিত হন এবং মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হন? ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের পিতা ও রক্ষক, এবং তিনি ভূতভূৎ বা জীবের পালনকর্তারূপে পরিচিত। তাহলে জীবকে কেন এত দুঃখ-কষ্ট এবং দুর্ভাগ্য ভোগ করতে হয়? তা হওয়া উচিত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে, সর্বত্রই বাস্তবিকভাবে তা হচ্ছে। তাই এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিদুর এই প্রশ্নটি করেছেন।

### শ্লোক ৭

এতস্মিন্মে মনো বিদ্বন্ যিদ্যতেহজ্ঞানসঙ্কটে ।

তন্নঃ পরাণুদ বিভো কশ্মলং মানসং মহৎ ॥ ৭ ॥

এতস্মিন্—এতে; মে—আমার; মনঃ—মন; বিদ্বন্—হে পণ্ডিত প্রবর; যিদ্যতে—কষ্ট দেয়; অজ্ঞান—অবিদ্যা; সঙ্কটে—দুঃখ-দুর্দশায়; তৎ—তাই; নঃ—আমার; পরাণুদ—পরিষ্কার করে; বিভো—হে মহান; কশ্মলম্—মোহ; মানসম্—মন সম্পর্কীয়; মহৎ—মহান।



### অনুবাদ

হে মহান মনীষীগণ! এই অবিদ্যাজনিত সঙ্কটের প্রভাবে আমার মন অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হয়েছে, এবং তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি যেন কৃপা করে আমার এই মোহ দূর করেন।

### তাৎপর্য

এই প্রকার মানসিক বিভ্রান্তি যা এখানে বিদুরের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে তা কোন কোন জীবের উৎপন্ন হয়, সকলের হয় না, কেননা সকলেই যদি বিভ্রান্ত হত তাহলে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের দ্বারা তার সমাধানের কোন সম্ভাবনা থাকত না।

### শ্লোক ৮

#### শ্রীশুক উবাচ

স ইথং চোদিতঃ ক্ষণা তদ্বিজিৎসুনা মুনিঃ ।

প্রত্যাহ ভগবচ্চিন্তঃ স্ময়ন্নিব গতস্ময়ঃ ॥ ৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; সঃ—তিনি (মৈত্রেয় মুনি); ইথন্—এইভাবে; চোদিতঃ—বিদ্বুদ্ধ হয়ে; ক্ষণা—বিদুর কর্তৃক; তদ্ব-জিৎসুনা—যিনি সত্য সম্বন্ধে জানতে উৎসুক; মুনিঃ—মহর্ষি; প্রত্যাহ—উত্তর দিয়েছিলেন; ভগবৎ-চিন্তঃ—ভগবৎ চেতনা; স্ময়ন্—বিবেচনা করে; ইব—যেন; গত-স্ময়ঃ—নিঃসঙ্কোচে।

### অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্! তদ্ব-জিৎসু বিদুর কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে মৈত্রেয় মুনি যেন প্রথমে একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন, কিন্তু তারপর তিনি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিতে শুরু করেছিলেন, কেননা তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ ভাবনাময়।

### তাৎপর্য

যেহেতু মহর্ষি মৈত্রেয় ভগবৎ চেতনায় পূর্ণ ছিলেন, তাই বিদুরের এই প্রকার পরস্পরবিরোধী প্রশ্নে তাঁর বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। তাই, একমুহুর্তে তিনি বাহ্যত বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, যেন তিনি সেই সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর কিভাবে দিতে হবে তা জানতেন না, কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ণরূপে সংযত



হয়েছিলেন এবং যথাযথভাবে বিদুরের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সৰ্বম্ এবং বিজ্ঞাতং ভবতি । যিনি ভগবদ্ভক্ত তিনি ভগবানের বিষয়ে কিছু না কিছু জানেন, এবং ভগবানের প্রতি অর্পিত ভক্তির প্রভাবে তিনি ভগবানের কৃপায় সব কিছু জানার যোগ্য হন। যদিও ভগবদ্ভক্ত আপাত দৃষ্টিতে নিজেকে অজ্ঞ বলে প্রকাশ করতে চান, তবুও তিনি সমস্ত জটিল বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন।

### শ্লোক ৯

#### মৈত্রেয় উবাচ

সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুদ্ধ্যতে ।

ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনম্ ॥ ৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; সা ইয়ম্—এই প্রকার উক্তি; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; মায়া—মায়া; যৎ—যা; নয়েন—ন্যায় শাস্ত্রের দ্বারা; বিরুদ্ধ্যতে—পরস্পর বিরোধী হয়; ঈশ্বরস্য—পরমেশ্বর ভগবানের; বিমুক্তস্য—নিত্য মুক্তের; কার্পণ্যম্—অপর্যাপ্ততা; উত—কি বলার আছে; বন্ধনম্—বন্ধন।

#### অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—কোন কোন বদ্ধ জীব এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে যে, পরমব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবান মায়া কর্তৃক মোহাচ্ছন্ন হন, আবার সেই সঙ্গে তারা এও মানে যে, ভগবান বদ্ধ নন। এই সিদ্ধান্ত সমস্ত যুক্তির বিরোধী।

#### তাৎপর্য

কখনও কখনও মনে হয় যে, পূর্ণ চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবান কখনও জীবাশ্মার জ্ঞান আচ্ছাদনকারী মায়াশক্তির কারণ হতে পারেন না। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে বহিরঙ্গা মায়াশক্তিও যে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ব্যাসদেব যখন পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি জীবের শুদ্ধ জ্ঞান আচ্ছাদনকারী ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিকেও ভগবানের সঙ্গে দর্শন করেছিলেন। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি কেন এইভাবে কার্য করে, সেই সম্বন্ধে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এবং শ্রীল জীব গোস্বামীর মতো মহান ভাষ্যকারদের বিশ্লেষণ নিম্নলিখিতভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যদিও অপরা মায়াশক্তি ভগবানের পরা শক্তি থেকে ভিন্ন, তবুও তা ভগবানের বহু শক্তির একটি শক্তি এবং তাই



সদ্বগুণ আদি প্রকৃতির গুণগুলি অবশ্যই ভগবানেরই গুণ। শক্তি এবং শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান অভিন্ন, এবং যদিও এই শক্তি ভগবানের সঙ্গে এক ও অভিন্ন, তবুও তিনি কখনও এই শক্তির বশীভূত হন না। জীব যদিও ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তবুও তারা জড়া শক্তির দ্বারা পরাভূত হয়। ভগবদ্গীতায় (৯/৫) যে ভগবানের অচিন্ত্য যোগেশ্বরম্ বর্ণনা করা হয়েছে, কুপমগ্নুক দার্শনিকেরা তা বুঝতে ভুল করে। পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ দরিদ্র নারায়ণ হয়ে যান, সেই কথা প্রতিপন্ন করার জন্য তারা প্রতিপাদন করে যে, মায়াশক্তি পরমেশ্বর ভগবানকে বশীভূত করে। শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কিন্তু তার ব্যাখ্যা করে অতি সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে, সূর্য যদিও পূর্ণ জ্যোতির্ময়, তাহলেও মেঘ, অন্ধকার এবং তুষারপাত সূর্যের বিভিন্ন অংশ। সূর্য ব্যতীত মেঘ অথবা অন্ধকারের দ্বারা আকাশের আবৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, অথবা পৃথিবীতে তুষারপাত সম্ভব নয়। যদিও সূর্যরশ্মির দ্বারা জীবন পুষ্ট হয়, সূর্য কর্তৃক উৎপন্ন অন্ধকার এবং হিমের দ্বারা জীবন বিচলিতও হয়। কিন্তু এটিও সত্য যে সূর্য কখনও অন্ধকার, মেঘ অথবা তুষারপাতের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। সূর্য এই সমস্ত বিঘ্ন থেকে অনেক অনেক দূরে। মূর্খ মানুষেরাই কেবল বলে যে, সূর্য মেঘের দ্বারা অথবা অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে। তেমনই, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির প্রভাবের দ্বারা কখনও প্রভাবিত হন না, যদিও সেই প্রকৃতি তাঁরই অসংখ্য শক্তির একটি শক্তি (পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রুয়তে)।

পরব্রহ্ম মায়ার দ্বারা অভিভূত হন, সেই কথা প্রতিপন্ন করার কোন কারণ নেই। মেঘ, অন্ধকার এবং তুষারপাত কেবল সূর্যরশ্মির এক অতি নগণ্য অংশকে আচ্ছাদিত করতে পারে। তেমনই, জড়া প্রকৃতির গুণ কিরণসদৃশ জীবদের প্রভাবিত করতে পারে। এইটি জীবের দুর্ভাগ্য যে, তার শুদ্ধ চেতনা এবং নিত্য আনন্দকে জড়া প্রকৃতি প্রভাবিত করতে পারে, যদিও তা অবশ্যই বিনা কারণে নয়। শুদ্ধ চেতনা এবং নিত্য আনন্দের এই আবরণের কারণ হচ্ছে অবিদ্যাকর্ম-সংজ্ঞা, সেই শক্তি যা ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারকারী অণুসদৃশ জীবের উপর ক্রিয়া করে। বিষ্ণু পুরাণ, ভগবদ্গীতা এবং অন্য সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের মতে জীব ভগবানের তটস্থ শক্তিসম্পন্ন, এবং তার ফলে তারা সর্বদাই ভগবানের শক্তি এবং কোন অবস্থাতেই তারা শক্তিমান নয়। জীবেরা হচ্ছে সূর্যকিরণের মতো। যদিও পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সূর্য এবং তার কিরণের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই, তবুও সূর্যের কিরণ কখনও কখনও মেঘ অথবা তুষারপাতরূপ সূর্যের শক্তির দ্বারা



আচ্ছাদিত হতে পারে। তেমনই, জীব যদিও গুণগতভাবে ভগবানের উৎকৃষ্টা প্রকৃতির সঙ্গে এক, তবুও তাদের নিকৃষ্টা জড় প্রকৃতির দ্বারা পরাভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৈদিক মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীব অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মতো। অগ্নির স্ফুলিঙ্গও অগ্নি। কিন্তু স্ফুলিঙ্গের দাহিকা শক্তি অগ্নির থেকে ভিন্ন। স্ফুলিঙ্গ যখন অগ্নি থেকে দূরে যায়, তখন তা অগ্নিবিহীন পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যদিও তার মধ্যে অগ্নির সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার শক্তি নিহিত থাকে, তবুও স্ফুলিঙ্গ অগ্নিকুণ্ড হতে পারে না। স্ফুলিঙ্গ মূল অগ্নির অংশরূপে চিরকাল তার ভিতর থাকতে পারে, কিন্তু যে মুহূর্তে স্ফুলিঙ্গ মূল অগ্নি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখনই তার দুর্ভাগ্য এবং দুঃখ-দুর্দশা শুরু হয়। স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, মূল অগ্নিসদৃশ পরমেশ্বর ভগবান কখনও মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারেন না, কিন্তু স্ফুলিঙ্গসদৃশ জীব মায়ার মোহময়ী প্রভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নিজের অপরা প্রকৃতির দ্বারা পরাভূত হতে পারেন, এই মতবাদটি নিতান্তই হাস্যকর। ভগবান মায়ার অধীশ্বর, কিন্তু জীবেরা তাদের বদ্ধ অবস্থায় মায়ার অধীন। এইটিই হচ্ছে ভগবদ্গীতার সিদ্ধান্ত। কূপমণ্ডুকসদৃশ দার্শনিকেরা বলে যে, পরমেশ্বর ভগবান জড় প্রকৃতির সত্ত্বগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, আসলে তারা নিজেরাই সেই মায়াক্রিয়ের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন, যদিও তারা মনে করে যে, তারা হচ্ছে মুক্ত আত্মা। ভ্রান্ত এবং শ্রমসাধ্য বাক্য বিন্যাসের দ্বারা তাদের সেই মতবাদ তারা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে, যা হচ্ছে ভগবানের সেই মায়াক্রিয়েরই উপহার। কিন্তু কূপমণ্ডুকসদৃশ দার্শনিকেরা তাদের ভ্রান্ত জ্ঞানের ফলে তা বুঝতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের নবম পরিচ্ছেদের চতুস্ত্রিংশতি শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে—*দুরববোধ ইব তবায়ং বিহারযোগো যদশরণেহশরীর ইদমনবেক্ষিতাস্মৎ-সমবায় আত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি পাসি হরসি* । পরমেশ্বর ভগবানের বন্দনা করে দেবতারা বলছেন, যদিও তাঁর কার্যকলাপ দুর্বোধ্য, তবুও তাঁর দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যাঁরা নিষ্ঠা সহকারে যুক্ত, তাঁরা কিয়দংশে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। দেবতারা স্বীকার করেছেন যে, ভগবান যদিও জড় প্রভাব এবং সৃষ্টি থেকে ভিন্ন, তবুও দেবতাদের মাধ্যমে তিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন, এবং ধ্বংস করেন।

### শ্লোক ১০

যদর্থেন বিনামুষ্য পুংস আত্মবিপর্যয়ঃ ।

প্রতীয়ত উপদ্রষ্টুঃ স্বশিরশ্ছেদনাদিকঃ ॥ ১০ ॥



যৎ—এইভাবে; অর্থেন—উদ্দেশ্য বা অর্থ; বিনা—ব্যতীত; অমুষ্য—এই প্রকার ব্যক্তির; পুংসঃ—জীবের; আত্ম-বিপর্যয়ঃ—স্বরূপ-বিভ্রম; প্রতীয়তে—প্রতীত হয়; উপদ্রষ্টুঃ—স্বপ্নদ্রষ্টা; স্ব-শিরঃ—স্বীয় মস্তক; ছেদন-আদিকঃ—ছেদন।

### অনুবাদ

স্বপ্নে যেমন মানুষ কখনও কখনও দেখে যে, তার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে, তেমনই জীব তার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়, যদিও তা মিথ্যা প্রতীতি মাত্র।

### তাৎপর্য

এক শিক্ষক একবার তাঁর এক ছাত্রকে ভয় দেখিয়েছিলেন যে, তিনি তার মাথা কেটে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখবেন যাতে সে দেখতে পায় কিভাবে তার মাথাটি কেটে ফেলা হয়েছে। শিশুটি তখন ভীত হয়ে তার দুষ্টামি বন্ধ করে। তেমনই, শুদ্ধ আত্মার দুঃখ-দুর্দশা এবং স্বরূপ-বিভ্রম ভগবানের মায়াশক্তির ক্রিয়া, যিনি ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণকারী দুহৃতকারী জীবদের নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, জীবের বন্ধন নেই অথবা দুঃখ-দুর্দশা নেই, এমনকি সে কখনও তার বিশুদ্ধ জ্ঞানও হারায় না। তার শুদ্ধ চেতনায় সে, যখন তার স্থিতি সম্বন্ধে ঐকান্তিকভাবে চিন্তা করে, তখন সে বুঝতে পারে যে, সে নিত্যকাল ভগবানের কৃপার অধীন, এবং ভগবানের সঙ্গে তার এক হয়ে যাওয়ার প্রয়াস হচ্ছে মোহময়ী ভ্রান্তি। জন্ম-জন্মান্তরে জীব ভ্রান্তভাবে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করে এবং জড়া প্রকৃতির অধীনস্থ হয়, কিন্তু তার ফলে কোন বাস্তব লাভ হয় না। অবশেষে, নিরাশ হয়ে সে তার সমস্ত জড় কার্যকলাপ ত্যাগ করে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, এবং বাক্যবিন্যাসের দ্বারা নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা করে, কিন্তু তার ফলেও কোন লাভ হয় না।

এই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় মায়ার নির্দেশনায়। স্বপ্নে শিরশ্ছেদ হওয়ার অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই অভিজ্ঞতার তুলনা করা যেতে পারে। স্বপ্নদ্রষ্টা দর্শন করে যে, তার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। কোন ব্যক্তির মাথা যদি কেটে ফেলা হয়, তাহলে তার দর্শনের ক্ষমতা থাকে না। তাই কেউ যদি দেখে যে, তার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে মোহবশত সেই রকম মনে করছে। তেমনই জীব সর্বদাই ভগবানের অধীন, এবং সেই জ্ঞান তার রয়েছে, কিন্তু কৃত্রিমভাবে সে মনে করে যে, সে হচ্ছে ভগবান, এবং ভগবান হওয়া সত্ত্বেও মায়ার প্রভাবে সেই জ্ঞান সে হারিয়ে ফেলেছে। এই ধারণাটির কোন ভিত্তি নেই,



ঠিক যেমন নিজের কাটা মাথা দর্শন করার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়, এবং যেহেতু জীবের এই কৃত্রিম বিদ্রোহী অবস্থা তাকে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা প্রদান করে, তাই তাকে বুঝতে হবে যে, তার কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তের স্বাভাবিক জীবন অবলম্বন করা, এবং ভগবান হওয়ার ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া। নিজেকে ভগবান মনে করার তথাকথিত মুক্তি হচ্ছে অবিদ্যার প্রতিক্রিয়াজাত চরম ফাঁদ, যে ফাঁদে জীব আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ভগবানের নিত্য দিব্য সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে জীব নানাভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়। এমনকি বদ্ধ অবস্থাতেও জীব ভগবানের নিত্য দাস। মায়ার মোহে আচ্ছন্নতাবশত তার যে দাসত্ব তাও তার নিত্য দাসত্বেরই প্রকাশ। যেহেতু সে ভগবানের দাসত্ব করার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাই তাকে মায়ার দাসত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে। সে এখনও দাসত্ব করছে, কিন্তু বিকৃতভাবে। সে যখন জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে চায়, তখন সে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা করে। এটি আর এক রকম মোহ। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ভগবানের শরণাগত হয়ে চিরকালের জন্য মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া, যে কথা ভগবদ্গীতায় (৭/১৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

দৈবী হোযা গুণময়ী মম মায়া দুরতয়া ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

### শ্লোক ১১

যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ ।

দৃশ্যতেহসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোহনাহ্ননো গুণঃ ॥ ১১ ॥

যথা—যেমন; জলে—জলে; চন্দ্রমসঃ—চন্দ্রের; কম্প-আদিঃ—কম্পিত ইত্যাদি; তৎকৃতঃ—জলের দ্বারা কৃত; গুণঃ—গুণ; দৃশ্যতে—এই প্রকার দেখা যায়; অসন্ অপি—অস্তিত্ববিহীন; দ্রষ্টুঃ—দ্রষ্টার; আত্মনঃ—আত্মার; অনাত্মনঃ—আত্মার থেকে ভিন্ন; গুণঃ—গুণ।

### অনুবাদ

জলে যেমন চন্দ্রের প্রতিবিম্বে কম্পন আদি জলের ধর্ম দৃষ্ট হয়, তেমনই জড়ের সঙ্গে সম্পর্কের প্রভাবে আত্মাকে জড় তত্ত্ব বলে প্রতীত হয়।



### তাৎপর্য

এখানে পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানকে আকাশের চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং জীবকে জলে চাঁদের প্রতিবিশ্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আকাশের চাঁদ এক স্থানে স্থিত এবং তা কখনও জলে চাঁদের প্রতিবিশ্বের মতো কাঁপে না। প্রকৃতপক্ষে, আকাশের প্রকৃত চাঁদের মতো প্রতিবিশ্বিত চাঁদেরও কাঁপা উচিত নয়, কিন্তু জলের সঙ্গ প্রভাবে মনে হয় যেন প্রতিবিশ্বটি কাঁপছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে চন্দ্র স্থির হয়ে আছে। জল গতিশীল কিন্তু চন্দ্র স্থির। তেমনই, মনে হয় যেন জীব ভ্রম, শোক, ক্রেশ আদি ভৌতিক গুণের দ্বারা দূষিত, যদিও বিশুদ্ধ আত্মায় এই সমস্ত গুণগুলি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। প্রতীয়তে শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে, ‘আপাত দৃষ্টিতে’ এবং ‘প্রকৃতপক্ষে নয়’ (যেমন, স্বপ্নে শিরশ্ছেদের অভিজ্ঞতার মতো)। জলে চন্দ্রের প্রতিবিশ্ব হচ্ছে চন্দ্রের বিভিন্ন রশ্মিসমূহ, তা প্রকৃত চন্দ্র নয়। ভবসমুদ্ররূপ জলে আবদ্ধ ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবে কম্পনের গুণ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন আকাশের প্রকৃত চাঁদের মতো, যার সঙ্গে জলের কোন সম্পর্ক নেই। জুড়ে প্রতিবিশ্বিত সূর্য এবং চন্দ্রের আলোক জড়কে উজ্জ্বল এবং প্রশংসনীয় করে। জীবনের লক্ষণসমূহকে বৃক্ষ এবং পর্বত আদি জড় বস্তুসমূহকে প্রকাশকারী সূর্য এবং চন্দ্রের আলোকের সঙ্গে তুলনা করা হয়। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা সূর্য অথবা চন্দ্রের প্রতিবিশ্বকে প্রকৃত সূর্য অথবা চন্দ্র বলে মনে করে, এবং সেই ধারণা থেকেই শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ বিকশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, সূর্য ও চন্দ্রের আলোক সূর্য এবং চন্দ্র থেকে ভিন্ন, যদিও তারা সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়া চাঁদের আলোককে নির্বিশেষ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রগ্রহ সবিশেষ, এবং চন্দ্রলোকের জীবেরাও সবিশেষ। চন্দ্রকিরণে বিভিন্ন প্রকার ভৌতিক সত্তা ন্যূনাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীত হয়। তাজমহলের উপর বিচ্ছুরিত চাঁদের জ্যোৎস্না জনশূন্য প্রান্তরে পতিত জ্যোৎস্না থেকে অধিক সুন্দর বলে প্রতীত হয়। চাঁদের জ্যোৎস্না যদিও সর্বত্রই এক, কিন্তু ভিন্ন প্রকারে অনুভূত হওয়ার ফলে তা ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়। তেমনি, ভগবানের জ্যোতিকণা সর্বত্র প্রসারিত, কিন্তু গ্রহণের তারতম্য অনুসারে তা ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়। তাই কখনই জলে চন্দ্রের প্রতিবিশ্বকে বাস্তব বলে মনে করে অদ্বৈত দর্শনের ভিত্তিতে সমস্ত পরিস্থিতিকে ভুল বোঝা উচিত নয়। চন্দ্রের কম্পিত হওয়ার গুণও পরিবর্তনশীল। জল যখন স্থির থাকে, তখন তা আর কম্পিত হয় না। অধিক সংযত বদ্ধ জীব কম বিচলিত হয়, কিন্তু জড়া প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে কম্পনের গুণ ন্যূনাধিক সর্বত্রই বর্তমান।



## শ্লোক ১২

স বৈ নিবৃত্তিধর্মেণ বাসুদেবানুকম্পয়া ।

ভগবদ্ভক্তিযোগেন তিরোধন্তে শনৈরিহ ॥ ১২ ॥

সঃ—তা; বৈ—ও; নিবৃত্তি—অনাসক্তি; ধর্মেণ—ধর্মের দ্বারা; বাসুদেব—পরমেশ্বর ভগবান; অনুকম্পয়া—কৃপায়; ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয়; ভক্তি-যোগেন—ভক্তির মাধ্যমে যুক্ত হওয়ার দ্বারা; তিরোধন্তে—ক্ষীণ হয়; শনৈঃ—ধীরে ধীরে; ইহ—এই অস্তিত্বে।

## অনুবাদ

কিন্তু, বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়ে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলনের ফলে, পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের কৃপার প্রভাবে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হওয়া যায়।

## তাৎপর্য

জড় অস্তিত্বের কম্পন অথবা চঞ্চলতার গুণ, যা দেহাত্মবুদ্ধি, অথবা মনোধর্মী দার্শনিক জ্ঞানের প্রাকৃত প্রভাবের বশীভূত হয়ে নিজেকে ভগবান বলে মনে করার ফলে হয়ে থাকে, তা পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের কৃপায় ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করা সম্ভব। প্রথম স্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে যে, যেহেতু বাসুদেবের প্রতি ভক্তিযোগের প্রয়োগে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, তার ফলে তা অচিরেই জড় বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় করে, এবং এইভাবে এই জীবনেই চিন্ময় সত্তার পুনর্জাগরণ হয়, তখন কম্পন বা চঞ্চলতা সৃষ্টিকারী জড় বায়ু থেকে জীব মুক্ত হয়। ভগবদ্ভক্তির জ্ঞানই কেবল জীবকে মুক্তির পথে উন্নীত করতে পারে। কেবল সব কিছু জানার উদ্দেশ্যে ভক্তিবিহীন জ্ঞানের যে চর্চা, তা কেবল অর্থহীন শ্রমমাত্র বলে বিবেচনা করা হয়, এবং তার ফলে কখনই অভীষ্ট ফল লাভ হয় না। ভগবান বাসুদেব কেবল ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই তুষ্ট হন, এবং তাঁর সেই কৃপা উপলব্ধ হয় শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সমস্ত জড় কামনা বাসনার অতীত। এমনকি তিনি সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের বাসনা থেকেও মুক্ত। কেউ যদি ভগবানের কৃপা লাভ করতে চান, তাহলে তাঁকে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করতে হবে। এই প্রকার সঙ্গই কেবল ক্রমশ মানুষকে চঞ্চলতা থেকে মুক্ত করতে পারে।



## শ্লোক ১৩

যদেদ্রিয়োপরামোহথ দ্রষ্টাত্মনি পরে হরৌ ।

বিলীয়ন্তে তদা ক্লেশাঃ সংসুপ্তস্যেব কৃৎস্নশঃ ॥ ১৩ ॥

যদা—যখন; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়সমূহ; উপরামঃ—পরিতৃপ্ত; অথ—এইভাবে; দ্রষ্ট-  
আত্মনি—দ্রষ্টা পরমাত্মাকে; পরে—চিন্ময় ভূরে; হরৌ—পরমেশ্বর ভগবানকে;  
বিলীয়ন্তে—বিলীন হয়; তদা—সেই সময়ে; ক্লেশাঃ—দুঃখ-দুর্দশা; সংসুপ্তস্য—  
গভীর নিদ্রায় মগ্ন; ইব—মতো; কৃৎস্নশঃ—সম্পূর্ণরূপে।

## অনুবাদ

ইন্দ্রিয়গুলি যখন দ্রষ্টা-পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে  
পরিতৃপ্ত হয়, তখন সুষুপ্ত ব্যক্তির মতো তাঁর সমস্ত ক্লেশ সর্বতোভাবে  
বিদূরিত হয়।

## তাৎপর্য

জীবের চঞ্চলতা যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, তার কারণ হচ্ছে ইন্দ্রিয়সমূহ।  
যেহেতু সমগ্র জড় জগৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য, তাই ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে জাগতিক  
কার্যকলাপের মাধ্যম, এবং সেইগুলি নিশ্চল আত্মার চঞ্চলতা সৃষ্টি করে। তাই,  
এই প্রকার জড়জাগতিক কার্যকলাপ থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে মুক্ত করা উচিত।  
নির্বিশেষবাদীদের মতে জীবাত্মা যখন পরমাত্মা বা ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়, তখন  
ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ হয়। ভগবদ্ভক্তেরা কিন্তু তাঁদের ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ  
বন্ধ করেন না, পক্ষান্তরে, তাঁদের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলিকে তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের  
চিন্ময় সেবায় যুক্ত করেন। উভয়ক্ষেত্রেই, জ্ঞানের সাধনার দ্বারা জড় জগতে  
ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ করতে হয়, এবং যদি সম্ভব হয়, তাহলে সেইগুলিকে  
ভগবানের সেবায় যুক্ত করা যায়। ইন্দ্রিয়গুলি প্রকৃতপক্ষে চিন্ময়, কিন্তু জড়ের  
দ্বারা কলুষিত হওয়ার ফলে তাদের কার্যকলাপ দূষিত হয়ে যায়। ভবরোগ  
নিরাময়ের জন্য ইন্দ্রিয়গুলির চিকিৎসা করতে হবে, তাদের কার্যকলাপ বন্ধ করলে  
চলবে না, যা নির্বিশেষবাদীরা বলে থাকে। ভগবদ্গীতায় (২/৫৯) বলা হয়েছে  
যে, ইন্দ্রিয়গুলি জড় কার্যকলাপ থেকে তখনই নিবৃত্ত হতে পারে যখন সেইগুলি  
শ্রেষ্ঠতর কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে সমুপ্ত হয়। চেতনা স্বাভাবিকভাবেই সক্রিয় এবং তার  
সেই ক্রিয়াশীলতা বন্ধ করা যায় না। দুরন্ত বালককে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত করা



প্রকৃত সমাধান নয়। বালককে কোন শ্রেষ্ঠ কার্যে নিযুক্ত করা উচিত যার ফলে সে নিজে নিজেই দুষ্টামি করা বন্ধ করে দেবে। তেমনই, ইন্দ্রিয়গুলির অসৎ কার্যকলাপ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠতর বৃত্তিতে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই কেবল বন্ধ করা যায়। চক্ষু যখন ভগবানের সুন্দর রূপ দর্শন করে, জিহ্বা যখন ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করে, কর্ণ যখন ভগবানের মহিমা শ্রবণ করে, হস্ত যখন ভগবানের মন্দির মার্জন করে, চরণ যখন তাঁর মন্দিরে গমনে নিযুক্ত হয়—অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যখন ভগবানের অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যময় সেবায় যুক্ত হয়—তখনই কেবল অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলি পরিতৃপ্ত হয়ে জড় প্রবৃত্তি থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হয়। পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন এবং জড় সৃষ্টির অতীত চিন্ময় জগতে ভগবানরূপে তিনি আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী। আমাদের কার্যকলাপসমূহ দিব্যভাবে এতই সম্পৃক্ত হওয়া উচিত যে, ভগবান আমাদের প্রতি সদয় হয়ে আমাদের প্রতি কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করবেন এবং তাঁর অপ্রাকৃত সেবায় আমাদের যুক্ত করবেন; তখনই কেবল ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারে এবং জড়জাগতিক আকর্ষণের সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারে।

### শ্লোক ১৪

অশেষসংক্লেশশমং বিধত্তে গুণানুবাদশ্রবণং মুরারেঃ ।

কিং বা পুনস্তচরণারবিন্দপরাগসেবারতিরাত্নলব্ধা ॥ ১৪ ॥

অশেষ—অসীম; সংক্লেশ—দুর্দশাপূর্ণ পরিস্থিতি; শমম্—নিরোধ; বিধত্তে—অনুষ্ঠান করতে পারে; গুণ-অনুবাদ—দিব্য নাম, গুণ, রূপ, লীলা, পার্যদ, উপকরণ আদির; শ্রবণম্—শ্রবণ এবং কীর্তন; মুরারেঃ—পরমেশ্বর ভগবান মুরারি শ্রীকৃষ্ণের; কিম্ বা—আর কি বলার আছে; পুনঃ—পুনরায়; তৎ—তাঁর; চরণ-অরবিন্দ—শ্রীপাদপদ্ম; পরাগ-সেবা—সুগন্ধযুক্ত চরণরেণুর সেবা; রতিঃ—আকর্ষণ; আত্ন-লব্ধা—যাঁরা এই প্রকার আত্ম উপলব্ধি লাভ করেছেন।

### অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, ইত্যাদি শ্রবণ এবং কীর্তনের দ্বারাই কেবল মানুষ অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হতে পারে। তাই, যাঁরা ভগবানের সুগন্ধযুক্ত চরণরেণুর সেবার প্রতি আসক্ত হয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে?



### তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে জড় ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার দুটি পন্থা অনুমোদিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে জ্ঞানের পন্থা বা দার্শনিক চিন্তাধারার মাধ্যমে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানকে জানার পন্থা। অন্যটি হচ্ছে সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হওয়া। এই দুটি জনপ্রিয় পন্থার মধ্যে ভগবদ্ভক্তির পন্থাটিকে এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে অনুমোদন করা হয়েছে, কেননা ভক্তিযোগের মার্গে সকাম পুণ্যকর্মের পরিণাম অথবা জ্ঞানের ফল প্রাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করতে হয় না। ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠানের দুটি স্তর রয়েছে, প্রথমটি হচ্ছে প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহের নির্দেশ অনুসারে বর্তমান ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা ভগবৎ সেবার অনুশীলন করা, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণার সেবা করার প্রতি ঐকান্তিক আসক্তি লাভ করা। প্রথম স্তরটিকে বলা হয় সাধন-ভক্তি বা নবীন ভক্তের ভক্তিমূলক সেবা, যা শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশনায় সম্পাদিত হয়, দ্বিতীয় স্তরটিকে বলা হয় রাগভক্তি, যে স্তরে প্রবীণ ভক্ত ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক আসক্তির ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের বিবিধ সেবা সম্পাদন করেন। মহর্ষি মৈত্রেয় এখন বিদুরের সমস্ত প্রশ্নের চরম উত্তর দান করছেন—ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে জড় অস্তিত্বের সমস্ত দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার সমাপ্তি সাধনের চরম উপায়। জ্ঞানের পন্থা অথবা হঠযোগের পন্থা সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বরূপ অবলম্বন করা যেতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে মিশ্রিত না হলে সেইগুলি ঈঙ্গিত ফল প্রদানে অসমর্থ হবে। সাধন-ভক্তির অনুশীলনের ফলে ক্রমশ রাগভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, আর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় পরিপূর্ণ রাগভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানকে বশীভূত করা যায়।

শ্লোক ১৫

বিদুর উবাচ

সংচ্ছিন্নঃ সংশয়ো মহ্যং তব সূক্তাসিনা বিভো ।

উভয়ত্রাপি ভগবন্মনো মে সম্প্রধাবতি ॥ ১৫ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; সংচ্ছিন্নঃ—ছিদ্র করা; সংশয়ঃ—সন্দেহ; মহ্যম্—আমার; তব—আপনার; সূক্ত-অসিনা—প্রত্যয় উৎপন্নকারী বাক্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা; বিভো—হে প্রভু; উভয়ত্র অপি—ভগবান এবং জীব উভয়েরই; ভগবন্—হে শক্তিমান; মনঃ—মন; মে—আমার; সম্প্রধাবতি—পূর্ণরূপে প্রবেশ করছে।



### অনুবাদ

বিদুর বললেন—হে মহাশক্তিশালী ঋষি! হে প্রভু! আপনার প্রত্যয় উৎপাদনকারী বাক্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব সম্বন্ধে আমার সমস্ত সংশয় এখন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়েছে। আমার মন এখন পূর্ণরূপে এই দুই বিষয়ে প্রবেশ করছে।

### তাৎপর্য

কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, অথবা ভগবান ও জীব সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান এতই সূক্ষ্ম যে, বিদুরের মতো ব্যক্তিকেও মহর্ষি মৈত্রেয়ের মতো পুরুষের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। মনোধর্মী জ্ঞানীরা ভগবান ও জীবের নিত্য সম্পর্কের বিষয়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সিদ্ধান্তগত তত্ত্ব হচ্ছে যে, ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক প্রভু ও ভূতোর সম্পর্ক। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন নিত্য প্রভু এবং জীব হচ্ছে তাঁর নিত্যদাস। এই সম্পর্কের প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া চেতনার পুনর্জাগরণ, এবং এই পুনর্জাগরণের উপায় হচ্ছে ভগবন্তুষ্টিমূলক সেবা। মহর্ষি মৈত্রেয়ের মতো প্রামাণিক ব্যক্তির কাছ থেকে স্পষ্টভাবে এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার ফলে মানুষ প্রকৃত জ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারে, এবং বিচলিত মনকে প্রগতির পথে স্থির করা যেতে পারে।

### শ্লোক ১৬

সাধ্বৈতদ্ ব্যাহতং বিদ্বন্মাত্মমায়ানং হরেঃ ।

আভাত্যপার্থং নির্মূলং বিশ্বমূলং ন যদ্বহিঃ ॥ ১৬ ॥

সাধু—যতটা ভাল হওয়া সম্ভব; এতৎ—এই সমস্ত ব্যাখ্যা; ব্যাহতম্—এইভাবে উক্ত; বিদ্বন্—হে পণ্ডিতপ্রবর; ন—না; আত্ম—আত্মা; মায়ানং—শক্তি; অয়নম্—গতি; হরেঃ—ভগবানের; আভাতি—প্রতীয়মান হয়; অপার্থম্—অর্থহীন; নির্মূলম্—ভিত্তিহীন; বিশ্ব-মূলম্—ভগবান যার মূল; ন—না; যৎ—যা; বহিঃ—বাহ্য।

### অনুবাদ

হে বিদ্বান মহর্ষি! আপনার ব্যাখ্যা অত্যন্ত সাধু এবং যথোচিত। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির গতি ব্যতীত বদ্ধ জীবের দুঃখ-দুর্দশার অন্য আর কোন ভিত্তি নেই।



### তাৎপর্য

ভগবানের সঙ্গে সর্বতোভাবে এক হয়ে যাওয়ার জন্য জীবের অবৈধ বাসনা হচ্ছে সমগ্র জড় সৃষ্টির মূল কারণ, কেননা তা ছাড়া ভগবানের এই জগৎ সৃষ্টি করার আর অন্য কোন আবশ্যকতা নেই, এমনকি তাঁর লীলাবিলাসের জন্যও নয়। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে সম্মোহিত হয়ে বদ্ধ জীব জড় জগতে বহু দুর্ভাগ্যপূর্ণ ঘটনার মাধ্যমে মিথ্যা যন্ত্রণা ভোগ করে। ভগবান হচ্ছেন বহিরঙ্গা প্রকৃতি মায়ার অধীশ্বর, কিন্তু জীব জড়জাগতিক বদ্ধ অবস্থায় সেই মায়ারই অধীন তঁদ্ব। ভগবানের মতো প্রভুত্ব করার পদ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য জীবের যে ভ্রান্ত প্রচেষ্টা, তাই হচ্ছে তার জড় বন্ধনের কারণ, এবং ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার জন্য বদ্ধ জীবের প্রয়াস হচ্ছে মায়ার অন্তিম ফাঁদ।

### শ্লোক ১৭

যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ ।

তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তুরিতো জনঃ ॥ ১৭ ॥

যঃ—যিনি; চ—ও; মূঢ়-তমঃ—পরম মূর্খ; লোকে—সংসারে; যঃ চ—এবং যিনি; বুদ্ধেঃ—বুদ্ধির; পরম্—দিব্য; গতঃ—চলে গেছে; তৌ—তাদের; উভৌ—উভয়; সুখম্—সুখ; এধেতে—উপভোগ করে; ক্লিশ্যতি—দুঃখ পায়; অন্তুরিতঃ—মধ্যে অবস্থিত; জনঃ—ব্যক্তি।

### অনুবাদ

এই জগতে যারা সবচেঁহিতে মূর্খ এবং যারা প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন, তারা উভয়েই সুখ প্রাপ্ত হন; আর যারা এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্তরে রয়েছে, তারা জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে।

### তাৎপর্য

যারা মহামূর্খ তারা জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা বুঝতে পারে না; তারা সুখে তাদের জীবন অতিবাহিত করে এবং জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে কোন রকম প্রশ্ন করে না। এই প্রকার মানুষেরা প্রায় পশুদের সমপর্যায়ভুক্ত। যদিও উন্নত স্তরের জীবদের চোখে পশুদের দুঃখ-দুর্দশা সর্বদা প্রতিভাত হয়, তবে পশুরা তাদের



জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে অচেতন। শূকরের আনন্দ উপভোগের মান অত্যন্ত নিম্ন স্তরের। সে অত্যন্ত নোংরা স্থানে বাস করে, সুযোগ পেলেই মৈথুন কার্যে লিপ্ত হয়, এবং বেঁচে থাকার জন্য তাকে কত রকম কষ্ট স্বীকার করতে হয়, কিন্তু সেই শূকরের কাছে তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তেমনি, যে সমস্ত মানুষ তাদের জড় জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যৌনজীবন এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সুখে থাকে, তারা হচ্ছে সবচাইতে মূর্খ। তবুও, যেহেতু তাদের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে কোন রকম চেতনা নেই, তাই তারা তথাকথিত সুখ উপভোগ করে। তাই অন্য শ্রেণীর মানুষেরা, যারা মুক্ত এবং বুদ্ধিরও অতীত চিন্ময় স্তরে অবস্থিত, সেই সমস্ত প্রকৃত সুখী ব্যক্তিদের বলা হয় পরমহংস। কিন্তু যারা শূকর এবং কুকুরের তুল্য নন কিংবা পরমহংস স্তরেও অবস্থিত নন, তাঁরা জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা অনুভব করেন, এবং তাঁদের পক্ষে পরম সত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা আবশ্যিক। বেদান্ত-সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—‘এখন ব্রহ্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা কর্তব্য।’ পরমহংস ও আত্মজিজ্ঞাসাহীন ইন্দ্রিয় উপভোগ পরায়ণ মূর্খদের মধ্যবর্তী অবস্থায় যারা রয়েছেন, এই জিজ্ঞাসা তাঁদেরই জন্য আবশ্যিক।

### শ্লোক ১৮

অর্থাভাবং বিনিশ্চিত্য প্রতীতস্যাপি নাত্মনঃ ।

তাং চাপি যুগ্মচরণসেবয়াহং পরাণুদে ॥ ১৮ ॥

অর্থ-অভাবম্—অসার; বিনিশ্চিত্য—স্থিরীকৃত; প্রতীতস্য—আপাত মূল্যের; অপি—ও; ন—কখনই না; আত্মনঃ—আত্মার; তাম্—তা; চ—ও; অপি—এইভাবে; যুগ্মৎ—আপনার; চরণ—পা; সেবয়া—সেবার দ্বারা; অহম্—আমি; পরাণুদে—পরিত্যাগ করতে সক্ষম হব।

### অনুবাদ

কিন্তু, হে প্রভু! আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, কেননা আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে, এই জড় জগৎ আপাত দৃষ্টিতে বাস্তব বলে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অসার। এখন আমার দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছে যে, আপনার শ্রীচরণের সেবার দ্বারা আমি এই ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হব।



### তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের ক্রেশ বাস্তব নয়, এবং তার কোন প্রকৃত মূল্য নেই, তা অনেকটা স্বপ্নে শিরশ্ছেদের মতো। যদিও তত্ত্বগতভাবে এই উক্তিটি অত্যন্ত সত্য, তবুও সাধারণ মানুষ অথবা পারমার্থিক মার্গের নবীন সাধুদের কাছে তা ব্যবহারিকভাবে উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু, মৈত্রেয় ঋষির মতো মহাত্মার শ্রীপাদপদ্মের সেবা এবং নিরন্তর সঙ্গ করার ফলে, আত্মার জড়জাগতিক যন্ত্রণাভোগের ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়।

### শ্লোক ১৯

যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ ।

রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দনঃ ॥ ১৯ ॥

যৎ—যাঁকে; সেবয়া—সেবার দ্বারা; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; কূট-স্থস্য—অপরিবর্তনীয়ের; মধু-দ্বিষঃ—মধু নামক অসুরের শত্রু; রতি-রাসঃ—বিভিন্ন সম্পর্কে আসক্তি; ভবেৎ—বিকশিত হয়; তীব্রঃ—অত্যন্ত আনন্দদায়ক; পাদয়োঃ—চরণের; ব্যসন—ক্রেশ; অর্দনঃ—বিনাশ করে।

### অনুবাদ

শ্রীগুরুদেবের চরণযুগলের সেবার দ্বারা মধু দৈত্যের অপরিবর্তনীয় শত্রু পরমেশ্বর ভগবানের সেবাজনিত চিন্ময় আনন্দ লাভ হয় এবং তার ফলে জড়জাগতিক ক্রেশ মোচন হয়।

### তাৎপর্য

মৈত্রেয় ঋষির মতো সদগুরুর সঙ্গ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সেবার প্রতি অপ্রাকৃত আসক্তি লাভের পরম সহায়ক হতে পারে। ভগবান হচ্ছেন মধু দৈত্যের শত্রু, অথবা পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি শুদ্ধ ভক্তের দুঃখ-কষ্টের শত্রু। এই শ্লোকে রতিরাসঃ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবানের সেবা সম্পাদিত হয় বিভিন্ন চিন্ময় রসে (সম্পর্কে)—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। ভগবানের দিব্য সেবায় রত মুক্ত জীব উল্লিখিত রসগুলির কোন একটির প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং কেউ যখন ভগবানের চিন্ময় প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তাঁর জড়জাগতিক সেবার প্রতি আসক্তি আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (২/৫৯) বলা হয়েছে—রসবর্জং রসোহপাস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ততে ।



## শ্লোক ২০

দুরাপা হ্যল্লতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ষসু ।

যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দনঃ ॥ ২০ ॥

দুরাপা—দুস্ত্রাপা; হি—নিশ্চয়ই; অল্ল-তপসঃ—অল্ল সুকৃতিসম্পন্ন; সেবা—সেবা; বৈকুণ্ঠ—ভগবানের চিন্ময় ধাম; বর্ষসু—মার্গে; যত্র—যেখানে; উপগীয়তে—মহিমায়িত হয়েছে; নিত্যম্—সর্বদা; দেব—দেবতাদের; দেবঃ—ভগবান; জন-  
অর্দনঃ—জীবদের নিয়ন্ত্রক, জনার্দন।

## অনুবাদ

অল্ল সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে বৈকুণ্ঠ-পথগামী শুদ্ধ ভক্তদের সেবা করার সুযোগ লাভ করা দুষ্কর। শুদ্ধ ভক্তেরা সমস্ত দেবতাদের দেবতা এবং সমস্ত জীবের নিয়ন্ত্রণকারী পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা সর্বতোভাবে কীর্তন করেন।

## তাৎপর্য

সমস্ত মহাজনেরা নির্দেশ দিয়েছেন যে, মহাত্মাদের সেবাই হচ্ছে মুক্তির পথ। ভগবদ্গীতার মতে, একজন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত যিনি বৈকুণ্ঠ-পথের পথিক এবং শুদ্ধ ও নিরর্থক দর্শনের চর্চা না করে সর্বদা ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন এবং শ্রবণ করেন, তিনিই হচ্ছেন মহাত্মা। সাধুসঙ্গের এই প্রথা অনাদিকাল থেকে নির্দিষ্ট হয়েছে, কিন্তু কলহ এবং প্রতারণার যুগ এই কলিযুগে তা বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছে। কারণ যদি অনুকূল তপস্যার পুঁজি না থাকে, তবুও তিনি যদি ভগবানের মহিমা কীর্তন এবং শ্রবণে যুক্ত মহাত্মার শরণাগত হন, তাহলে তিনি অবশ্যই তাঁর প্রকৃত আলায় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

## শ্লোক ২১

সৃষ্টাগ্রে মহাদাদীনি সবিকারান্যনুক্রমাৎ ।

তেভ্যো বিরাজমুদ্বত্য তমনু প্রাবিশদ্বিভুঃ ॥ ২১ ॥

সৃষ্টা—সৃষ্টি করার পর; অগ্রে—শুরুতে; মহৎ-আদীনি—মহত্ত্ব আদি; স-  
বিকারানি—ইন্দ্রিয়সমূহ-সহ; অনুক্রমাৎ—যথাক্রমে; তেভ্যঃ—তা থেকে;



বিরাজম্—বিরাট বিশ্বরূপ; উদ্ধৃত্য—প্রকাশ করে; তম্—তাকে; অনু—পরে; প্রাবিশৎ—প্রবেশ করেছেন; বিভুঃ—ভগবান।

### অনুবাদ

সমগ্র জড় শক্তি মহত্ত্ব সৃষ্টি করার পর, এবং ইন্দ্রিয়সমূহ-সহ বিরাট বিশ্বরূপ প্রকাশ করার পর, পরমেশ্বর ভগবান তাতে প্রবেশ করলেন।

### তাৎপর্য

মৈত্রেয় ঋষির উত্তরে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে বিদুর ভগবানের সৃষ্টি-রচনা কার্যের অবশিষ্ট অংশ হৃদয়ঙ্গম করতে চেয়েছিলেন, এবং তিনি পূর্বে আলোচিত বিষয়গুলির সূত্র ধরে পরবর্তী প্রশ্নগুলি করেছিলেন।

### শ্লোক ২২

যমাতুরাদ্যং পুরুষং সহস্রাঙ্ঘ্যরূবাহুকম্ ।

যত্র বিশ্ব ইমে লোকাঃ সবিকাশং ত আসতে ॥ ২২ ॥

যম্—যিনি; আত্মঃ—কথিত হয়; আদ্যম্—আদি; পুরুষম্—জগৎ সৃষ্টির জন্য অবতার; সহস্র—হাজার; অঙ্ঘ্রি—পদ; উরু—জগ্ঘা; বাহুকম্—বাহু; যত্র—যেখানে; বিশ্বঃ—ব্রহ্মাণ্ড; ইমে—এই সমস্ত; লোকাঃ—গ্রহসমূহ; স-বিকাশম্—বিকাশসহ; তে—তারা সকলে; আসতে—আছেন।

### অনুবাদ

কারণসমুদ্রশায়ী পুরুষাবতারকে বলা হয় জড় সৃষ্টির আদি পুরুষ, এবং তাঁর বিরাট রূপের মধ্যে লোকসমূহ এবং তাদের অধিবাসীগণ বিরাজ করেন, তাঁর বহু সহস্র হস্ত ৩ পদ রয়েছে।

### তাৎপর্য

প্রথম পুরুষ হচ্ছেন কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, এবং তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, যার মধ্যে বিরাট-পুরুষের ভাবনা করা হয়। বিরাট-পুরুষ হচ্ছেন ভগবানের সেই বিশাল বিশ্বরূপ যার মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত সমস্ত গ্রহসমূহ এবং অধিবাসীগণ ভাসমান।



## শ্লোক ২৩

যস্মিন্ দশবিধঃ প্রাণঃ সেন্দ্রিয়াথেন্দ্রিয়স্ত্রিবিং ।

ভুয়েরিতো যতো বর্ণান্তদ্বিভূতীর্বদস্ব নঃ ॥ ২৩ ॥

যস্মিন্—যাতে; দশ-বিধঃ—দশ প্রকার; প্রাণঃ—প্রাণবায়ু; স—সহিত; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়সমূহ; অর্থ—অনুরাগ; ইন্দ্রিয়ঃ—ইন্দ্রিয়সমূহের; ত্রি-বিং—তিন প্রকার জীবনীশক্তি; ভুয়া—আপনার দ্বারা; ঈরিতঃ—বিশ্লেষিত; যতঃ—যার থেকে; বর্ণাঃ—চারটি বিশেষ বর্ণ; তৎ-বিভূতীঃ—ঐশ্বর্য; বদস্ব—দয়া করে বর্ণনা করুন; নঃ—আমাদের প্রতি।

## অনুবাদ

হে মহান ব্রাহ্মণ! আপনি সেই বিরাট-পুরুষের ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, দশ প্রকার প্রাণবায়ু, তিন প্রকার জীবনীশক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। এখন আপনি দয়া করে বিশেষ বিশেষ বর্ণের বিভিন্ন বিভূতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করুন।

## শ্লোক ২৪

যত্র পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ নপ্তুভিঃ সহ গোত্রজৈঃ ।

প্রজা বিচিত্রাকৃতয় আসন্ যাভিরিদং ততম্ ॥ ২৪ ॥

যত্র—যেখানে; পুত্রৈঃ—পুত্রগণসহ; চ—এবং; পৌত্রৈঃ—পৌত্রগণসহ; চ—ও; নপ্তুভিঃ—দৌহিত্রগণ; সহ—সহ; গোত্র-জৈঃ—এক পরিবারের; প্রজাঃ—সন্তান-সন্ততি; বিচিত্র—বিভিন্ন প্রকার; আকৃতয়ঃ—এইভাবে করে; আসন্—বিদ্যমান; যাভিঃ—যার দ্বারা; ইদম্—এই সমস্ত গ্রহ; ততম্—ব্যাপ্ত।

## অনুবাদ

হে প্রভু! আমি মনে করি যে, এই সকল বিভূতিতেই পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র এবং কুটুম্বগণসহ বিভিন্ন ভাবাপন্ন প্রজাসমূহের অবস্থান, এবং তাদের দ্বারাই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত রয়েছে।

## শ্লোক ২৫

প্রজাপতীনাং স পতিশ্চক্রেণে কান্ প্রজাপতীন্ ।

সর্গাংশৈচবানুসর্গাংশ্চ মনুশ্চস্তুরাধিপান্ ॥ ২৫ ॥



প্রজা-পতীনাম্—ব্রহ্মা আদি দেবতাদের; সঃ—তিনি; পতিঃ—নেতা; চক্ৰপে—নির্গয় করেছেন; কান্—যে কেউ; প্রজাপতীন্—জীবসমূহের পিতাগণ; সর্গান্—বংশ; চ—ও; এবা—নিশ্চয়ই; অনুসর্গান্—পরবর্তী বংশধরগণ; চ—এবং; মনুন্—মনুগণ; মন্বন্তর-অধিপান্—এবং তাঁদের পরিবর্তন।

### অনুবাদ

হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ। আপনি দয়া করে বলুন দেবতাদের নায়ক প্রজাপতি ব্রহ্মা কিভাবে মন্বন্তরের নেতা বিভিন্ন মনুদের নিযুক্ত করেন। দয়া করে মনুদের কথা, এবং তাঁদের বংশধরদের কথাও বর্ণনা করুন।

### তাৎপর্য

মানবজাতি হচ্ছে প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র ও পৌত্র মনুগণের বংশধর। মনুর বংশধরগণ বিভিন্ন গ্রহে বসবাস করেন এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেন।

### শ্লোক ২৬

উপর্যধশ্চ যে লোকা ভূমের্মিত্রাত্মজাসতে ।

তেষাং সংস্থাং প্রমাণং চ ভূলোকস্য চ বর্ণয় ॥ ২৬ ॥

উপরি—উর্ধ্ব; অধঃ—নিম্নে; চ—ও; যে—যে; লোকাঃ—গ্রহসমূহ; ভূমেঃ—পৃথিবীর; মিত্র-আত্মজ—হে মিত্রাতনয় (মৈত্রেয় ঋষি); আসতে—বিরাজ করে; তেষাম্—তাদের; সংস্থাম্—অবস্থিতি; প্রমাণম্ চ—তাদের পরিমাপও; ভূঃ-লোকস্য—পৃথিবীর; চ—ও; বর্ণয়—কৃপাপূর্বক বর্ণনা করুন।

### অনুবাদ

হে মৈত্রেয়। পৃথিবী এবং তার উর্ধ্ব ও নিম্নে যে লোকসমূহ বর্তমান, তাদের আকার, অবস্থান এবং পরিমাণ দয়া করে বর্ণনা করুন।

### তাৎপর্য

যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি । এই বৈদিক মন্ত্র বিশেষভাবে ঘোষণা করে যে, ভগবন্তু ভগবৎ সম্বন্ধে, জাগতিক এবং চিন্ময় উভয় বিষয়েই সর্বতোভাবে অবগত। ভগবানের ভক্ত কেবল ভাবুক নন, যা কখনও কখনও



অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মনে করে থাকে। তাঁদের ভাবধারা ব্যবহারিক। তাঁরা সব কিছু সম্বন্ধে এবং বিভিন্ন সৃষ্টির উপর ভগবানের আধিপত্য সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত।

### শ্লোক ২৭

তির্যঙ্মানুষদেবানাং সরীসৃপপতঙ্গিণাম্ ।

বদ নঃ সর্গসংব্যুহং গার্বশ্বেদদ্বিজোত্তিদাম্ ॥ ২৭ ॥

তির্যক্—মনুষ্যোত্তর; মানুষ—মনুষ্য; দেবানাম্—অতিমানব অথবা দেবতাদের; সরীসৃপ—সরীসৃপ; পতঙ্গিণাম্—পাখিদের; বদ—দয়া করে বর্ণনা করুন; নঃ—আমার কাছে; সর্গ—সন্তান-সন্ততি; সংব্যুহম্—বিশেষ বর্ণীকরণ; গার্ব—জরায়ুজ; শ্বেদ—শ্বেদজ; দ্বিজ—অণ্ডজ; উত্তিদাম্—উত্তিদ ইত্যাদির।

### অনুবাদ

দয়া করে আপনি মনুষ্যোত্তর, মনুষ্য, দেবতা, সরীসৃপ, পক্ষী, জরায়ুজ, শ্বেদজ, অণ্ডজ এবং উত্তিদ ইত্যাদির সৃষ্টি এবং অনুবিভাগসমূহ আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

### শ্লোক ২৮

গুণাবতারৈবিশ্বস্য সর্গস্থিত্যপ্যয়াশ্রয়ম্ ।

সৃজতঃ শ্রীনিবাসস্য ব্যাচক্ষ্বোদারবিক্রমম্ ॥ ২৮ ॥

গুণ—প্রকৃতির গুণ; অবতারৈঃ—অবতারসমূহের; বিশ্বস্য—ব্রহ্মাণ্ডের; সর্গ—সৃষ্টি; স্থিতি—পালন; অপ্যয়—বিনাশ; আশ্রয়ম্—অন্তিম আশ্রয়; সৃজতঃ—যিনি সৃষ্টি করেন; শ্রীনিবাসস্য—পরমেশ্বর ভগবানের; ব্যাচক্ষ্ব—দয়া করে বর্ণনা করুন; উদার—মহৎ; বিক্রমম্—বিশেষ কার্যকলাপ।

### অনুবাদ

দয়া করে প্রকৃতির তিন গুণের অবতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের বর্ণনা করুন। কৃপাপূর্বক পরমেশ্বর ভগবানের অবতার এবং তাঁর উদার কার্যকলাপেরও বর্ণনা করুন।



### তাৎপর্য

যদিও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রকৃতির তিন গুণের অবতার এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের প্রধান নিয়ন্তা, তবুও তাঁরা পরম ঈশ্বর নন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্চেন সর্বকারণের পরম কারণ, পরম লক্ষ্য। তিনি হচ্চেন সব কিছুর অন্তিম আশ্রয়।

### শ্লোক ২৯

বর্ণাশ্রমবিভাগাংশ্চ রূপশীলস্বভাবতঃ ।

ঋষীণাং জন্মকর্মাণি বেদস্য চ বিকর্ষণম্ ॥ ২৯ ॥

বর্ণ-আশ্রম—বর্ণ এবং আশ্রমের চারটি বিভাগ; বিভাগান্—যথাযথ বিভাগ; চ—ও; রূপ—বিশেষ লক্ষণসমূহ; শীল-স্বভাবতঃ—স্বভাব অনুসারে; ঋষীণাম্—ঋষিদের; জন্ম—জন্ম; কর্মাণি—কার্যকলাপ; বেদস্য—বেদের; চ—এবং; বিকর্ষণম্—বিশেষ বিভাগসমূহ।

### অনুবাদ

হে মহর্ষি! লক্ষণ, আচরণ এবং শ্রম, দম আদি স্বভাব অনুসারে মানবসমাজের বর্ণ এবং আশ্রম বিভাগ, মহান ঋষিদের জন্ম ও কর্ম এবং বেদের বিভাগ সম্বন্ধেও আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন।

### তাৎপর্য

মানবসমাজের চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রম—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, তথা ব্রাহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী—এই বিভাগগুলি মানুষের মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমের মাধ্যমে লব্ধ গুণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং পারমার্থিক উন্নতির ভিত্তিতে করা হয়েছে। এই সমস্ত বিভাগ মানুষের বিশেষ স্বভাবের ভিত্তিতে বিভক্ত, জন্মের ভিত্তিতে নয়। এই শ্লোকে জন্মের উল্লেখ করা হয়নি কেননা এই বিষয়ে জন্মের কোন গুরুত্ব নেই। ভারতের ইতিহাসে জানা যায় যে, বিদুর ছিলেন শূদ্রাণীর পুত্র, তবুও গুণগতভাবে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণের থেকেও মহৎ, কেননা তিনি ছিলেন মহর্ষি মৈত্রেয় মুনির শিষ্য। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন না করলে বৈদিক মন্ত্র হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। মহাভারতও বেদের একটি অঙ্গ, কিন্তু তা স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধু বা উচ্চ বর্ণের অপদার্থ সন্তানদের জন্য। সমাজের অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বর্ণের মানুষেরা মহাভারত পাঠ করার মাধ্যমে বৈদিক নির্দেশ প্রাপ্ত হতে পারেন।



## শ্লোক ৩০

যজ্ঞস্য চ বিতানানি যোগস্য চ পথঃ প্রভো ।

নৈষ্কৰ্ম্যস্য চ সাংখ্যস্য তত্ত্বং বা ভগবৎস্মৃতম্ ॥ ৩০ ॥

যজ্ঞস্য—যজ্ঞের; চ—ও; বিতানানি—বিস্তারসমূহ; যোগস্য—অষ্টাঙ্গ যোগের; চ—ও; পথঃ—পন্থা; প্রভো—হে প্রভু; নৈষ্কৰ্ম্যস্য—জ্ঞানের; চ—এবং; সাংখ্যস্য—সাংখ্য যোগের; তত্ত্বম্—ভগবন্তুক্তির পন্থা; বা—তথা; ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবান সঙ্গন্ধীয়; স্মৃতম্—বিধি।

## অনুবাদ

আপনি দয়া করে বিধি-বিধানসহ যজ্ঞের বিস্তার, অষ্টাঙ্গ যোগের পন্থা, নৈষ্কৰ্ম্য জ্ঞান, সাংখ্য দর্শন, এবং ভগবন্তুক্তির পন্থা বর্ণনা করুন।

## তাৎপর্য

এখানে তত্ত্বম্ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। কখনও কখনও ভ্রান্তিবশত মনে করা হয় যে, তত্ত্ব মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের পাশবিক আচার, কিন্তু এখানে তত্ত্ব বলতে বোঝানো হয়েছে শ্রীল নারদ মুনি কর্তৃক সংকলিত ভগবন্তুক্তির বিজ্ঞান। ভগবন্তুক্তির পন্থার এই সুনিয়ন্ত্রিত ব্যাখ্যার যথার্থ সাহায্য অবলম্বন করে মানুষ ভগবন্তুক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করতে পারে। সাংখ্য দর্শন জ্ঞান অর্জনের মৌলিক পন্থা, যা মহর্ষি মৈত্রেয় কর্তৃক বিশ্লেষিত হবে। দেবহুতিপুত্র কপিলদেব কর্তৃক প্রবর্তিত সাংখ্য দর্শন হচ্ছে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রকৃত উৎস। যে জ্ঞান সাংখ্য দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, তা কেবল মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা মাত্র এবং তা থেকে কখনই যথার্থ লাভ হতে পারে না।

## শ্লোক ৩১

পাষণ্ডপথবৈষম্যং প্রতিলোমনিবেশনম্ ।

জীবস্য গতয়ো যাশ্চ যাবতীৰ্গুণকর্মজাঃ ॥ ৩১ ॥

পাষণ্ড-পথ—নাস্তিকতা; বৈষম্যম্—বিরুদ্ধ ধারণার দ্বারা দূষিত; প্রতিলোম—প্রতিলোম জাতি; নিবেশনম্—স্থিতি; জীবস্য—জীবের; গতয়ঃ—গতিবিধি; যাঃ—যেমন; চ—ও; যাবতীঃ—যত; গুণ—জড়া প্রকৃতির গুণ; কর্ম-জাঃ—বিভিন্ন প্রকার কর্ম থেকে উৎপন্ন।



### অনুবাদ

দয়া করে পাষণ্ড মার্গের অপূর্ণতা এবং বৈষম্য, প্রতিলোম এবং গুণ ও কর্ম অনুসারে বিভিন্ন যোনিতে জীবের গতিবিধি আপনি বর্ণনা করুন।

### তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন গুণের জীবদের সংযোগকে প্রতিলোম বলা হয়। শ্রদ্ধাহীন নাস্তিকেরা ভগবানের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না, এবং তাই তাদের দর্শনের মার্গ পরস্পরবিরোধী। নাস্তিক দর্শন কখনই পরস্পরকে সমর্থন করে না। প্রাণীদের বিভিন্ন প্রজাতি প্রকৃতির গুণের বিবিধ সংমিশ্রণের প্রমাণ।

### শ্লোক ৩২

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং নিমিত্তান্যবিরোধতঃ ।

বার্তায়া দণ্ডনীতেশ্চ শ্রুতস্য চ বিধিং পৃথক্ ॥ ৩২ ॥

ধর্ম—ধর্ম; অর্থ—অর্থনৈতিক উন্নতি; কাম—ইন্দ্রিয় সুখভোগ; মোক্ষাণাম্—মুক্তি; নিমিত্তানি—কারণ; অবিরোধতঃ—পরস্পরবিরোধী না হয়ে; বার্তায়াঃ—জীবিকা নির্বাহের প্রণালী; দণ্ড-নীতেঃ—অর্থশাস্ত্রের; চ—ও; শ্রুতস্য—বৈদিক শাস্ত্রের; চ—ও; বিধিম্—বিধি; পৃথক্—ভিন্ন।

### অনুবাদ

ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ভুজের পরস্পর অবিরুদ্ধ নিমিত্তসমূহ, জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন উপায়, এবং বৈদিক শাস্ত্রে যেভাবে অর্থশাস্ত্র বর্ণিত হয়েছে, তা আপনি দয়া করে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

### শ্লোক ৩৩

শ্রাদ্ধস্য চ বিধিং ব্রহ্মন্ পিতৃণাং সর্গমেব চ ।

গ্রহনক্ষত্রতারাণাং কালাবয়বসংস্থিতিম্ ॥ ৩৩ ॥

শ্রাদ্ধস্য—শ্রাদ্ধের; চ—ও; বিধিম্—বিধি; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; পিতৃণাম্—পিতৃদের; সর্গম্—সৃষ্টি; এব—যেমন; চ—ও; গ্রহ—গ্রহমণ্ডল; নক্ষত্র—নক্ষত্ররাজি; তারাণাম্—তারকাবলী; কাল—সময়; অবয়ব—কালচক্র; সংস্থিতিম্—অবস্থিতি।



### অনুবাদ

হে ব্রহ্মন্! আপনি দয়া করে শ্রাদ্ধবিধি, পিতৃলোকের সৃষ্টি, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাবলীর কালচক্র এবং তাদের অবস্থান সম্বন্ধে বর্ণনা করুন।

### তাৎপর্য

বিভিন্ন গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকায় দিন এবং রাত্রি তথা মাস এবং বছরের কালের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। চন্দ্র, শুক্র আদি উচ্চতর গ্রহে কালের পরিমাণ পৃথিবীর থেকে ভিন্ন। বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই পৃথিবীর ছ'মাস উচ্চতর গ্রহের একদিনের সমান। ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক হাজার চতুর্ঘুণ্ডে বা ৪৩২,০০,০০,০০০ বছরে ব্রহ্মার একদিন হয়, এবং সেই মান অনুসারে ব্রহ্মালোকের মাস এবং বছর গণনা করা হয়।

### শ্লোক ৩৪

দানস্য তপসো বাপি যচ্চেষ্টাপূর্তয়োঃ ফলম্ ।

প্রবাসস্থস্য যো ধর্মো যশ্চ পুংস উতাপদি ॥ ৩৪ ॥

দানস্য—দানের; তপসঃ—তপস্যার; বাপি—সরোবর; যৎ—যা; চ—এবং; ইষ্টা—প্রচেষ্টা; পূর্তয়োঃ—জলাশয়ের; ফলম্—সকাম কর্মের ফল; প্রবাস-স্থস্য—প্রবাসীর; যঃ—যা; ধর্মঃ—কর্তব্য; যঃ চ—এবং যা; পুংসঃ—মানুষের; উত—বর্ণিত হয়েছে; আপদি—বিপদে।

### অনুবাদ

কৃপাপূর্বক দান, তপস্যা এবং জলাশয় খনন প্রভৃতি কর্মের যে ফল, এবং প্রবাসী ও বিপদগ্রস্ত মানুষের যা কর্তব্য, তা আপনি বর্ণনা করুন।

### তাৎপর্য

জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য জলাশয় খনন মহান দান কার্য, এবং পঞ্চাশ বছর বয়সের পরে গৃহস্থজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করা সংযমী মানুষের দ্বারা সম্পন্ন এক মহান তপস্যার কার্য।



## শ্লোক ৩৫

যেন বা ভগবাংস্তুষ্যেধ্বম্যোনির্জনর্দনঃ ।

সম্প্রসীদতি বা যেষামেতদাখ্যাহি মেহনঘ ॥ ৩৫ ॥

যেন—যার দ্বারা; বা—অথবা; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; তুষ্যেৎ—সম্ভুষ্ট হন; ধর্ম-যোনিঃ—সমস্ত ধর্মের পিতা; জনর্দনঃ—সমস্ত জীবের নিয়ন্তা; সম্প্রসীদতি—সম্পূর্ণরূপে সম্ভুষ্ট; বা—অথবা; যেষাম্—যাদের; এতৎ—এই সমস্ত; আখ্যাহি—দয়া করে বর্ণনা করুন; মে—আমার কাছে; অনঘ—হে নিষ্পাপ।

## অনুবাদ

হে নিষ্পাপ! যেহেতু সমস্ত জীবের নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত ধর্মের এবং ধর্মাচরণে প্রত্যাশী সমস্ত ব্যক্তির পিতা, দয়া করে আপনি বলুন সেই ভগবানকে কিভাবে সম্পূর্ণরূপে সম্ভুষ্ট করা যায়।

## তাৎপর্য

সমস্ত ধর্মাচরণের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সম্ভৃতিবিধান করা। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত ধর্মীয় সিদ্ধান্তের জন্মদাতা। যেমন ভগবদ্গীতায় (৭/১৬) বর্ণনা করা হয়েছে যে, আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী—এই চার প্রকার পুণ্যবান মানুষ ভক্তিয়োগে ভগবানের প্রতি উন্মুখ হন, এবং তাদের ভক্তি জড়জাগতিক কামনার দ্বারা মিশ্রিত। কিন্তু তাদের সকলের উর্ধ্বে রয়েছেন শুদ্ধ ভক্ত, যাঁর ভক্তি কোন প্রকার সকাম কর্ম বা মনোধর্মী জ্ঞানের ভৌতিক স্পর্শের দ্বারা দূষিত নয়। যারা সারা জীবন কেবল দুষ্কর্মে লিপ্ত, তাদের সঙ্গে অসুরদের তুলনা করা হয়েছে (ভগবদ্গীতা ৭/১৫)। পৃথিবীতে বিদ্যায় তারা যতই বিদ্বান হোক না কেন, তারা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানহীন। এই প্রকার দুহৃতকারীরা কখনই পরমেশ্বর ভগবানের সম্ভৃতিবিধানের উপযুক্ত হতে পারে না।

## শ্লোক ৩৬

অনুব্রতানাং শিষ্যাণাং পুত্রাণাং চ দ্বিজোত্তম ।

অনাপৃষ্টমপি ব্রহ্মগুরুবো দীনবৎসলাঃ ॥ ৩৬ ॥



অনুব্রতানাম্—অনুগামী; শিষ্যাণাম্—শিষ্যদের; পুত্রাণাম্—পুত্রদের; চ—ও; দ্বিজ-উত্তম—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; অনাপৃষ্টম্—যে প্রশ্ন করা হয়নি; অপি—সত্ত্বেও; ব্রুয়ুঃ—দয়া করে বর্ণনা করুন; গুরুবঃ—গুরুগণ; দীন-বৎসলাঃ—দীনজনদের প্রতি যারা কৃপাপরায়ণ।

### অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! গুরুগণ অত্যন্ত দীনবৎসল। তাঁদের অনুগামীদের প্রতি, শিষ্যদের প্রতি এবং পুত্রদের প্রতি তাঁরা অত্যন্ত দয়ালু, এবং গুরুদেব তাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত না হয়েও তাদের সমস্ত জ্ঞান প্রদান করেন।

### তাৎপর্য

সদ্গুরুর কাছে থেকে জানার বহু বিষয় রয়েছে। সদ্গুরুর কাছে অনুগামী, শিষ্য ও পুত্র সকলেই সমপর্যায়ভুক্ত, এবং তিনি সর্বদাই তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু এবং তাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত না হলেও তিনি সর্বদাই তাদের দিব্য জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। সদ্গুরুর এইটিই স্বভাব। বিদুর মৈত্রেয় মুনির কাছে আবেদন করেছিলেন তিনি যেন সেই বিষয় সম্বন্ধেও উপদেশ দেন যে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা হয়নি।

### শ্লোক ৩৭

তদ্বানাং ভগবৎস্তেষাং কতিধা প্রতिसংক্রমঃ ।

তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উ স্মিদনুশেরতে ॥ ৩৭ ॥

তদ্বানাং—প্রকৃতির উপাদানের; ভগবন্—হে মহর্ষি; তেষাম্—তাদের; কতিধা—কত; প্রতিসংক্রমঃ—প্রলয়; তত্র—সেখানে; ইমম্—পরমেশ্বর ভগবানকে; কে—তারা কারা; উপাসীরন্—রক্ষিত হয়ে; কে—তারা কারা; উ—কে; স্মিৎ—হতে পারে; অনুশেরতে—ভগবানের সুপ্তাবস্থায় তাঁর সেবা করে।

### অনুবাদ

দয়া করে আপনি বর্ণনা করুন জড়া প্রকৃতির তত্ত্বের কত প্রকার প্রলয় হয়, এবং প্রলয়কালে ভগবান যখন যোগনিদ্রায় শয়ন করেন, তখন তাঁর সেবা করার জন্য কারা বেঁচে থাকেন?



## তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৭-৪৮) বলা হয়েছে যে, যোগনিদ্রায় শায়িত মহাবিশ্বের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সমন্বিত সমগ্র জড় জগৎ প্রকট এবং অপ্রকট হয়।

যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-  
নিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ ।

আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্মৃতিং  
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

যস্যৈকনিশ্বাসিতকালমথাবলম্ব্য  
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথঃ ।  
বিশ্বকর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো  
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

“পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ) অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার জন্য কারণ-সমুদ্রে অনন্তকাল যোগনিদ্রায় শয়ন করেন। তিনি সেই জলে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা শয়ন করেন। আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দকে ভজনা করি।

“তিনি যখন শ্বাস ত্যাগ করেন তখন অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, এবং তিনি যখন শ্বাস গ্রহণ করেন তখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিদের প্রলয় হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কলাকে মহাবিশ্ব বলা হয়, এবং তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের এক অংশের অংশ। আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।”

জড় জগতের প্রলয়ের পর, ভগবান এবং কারণ সমুদ্রের অতীত তাঁর ধাম ও সেখানকার অধিবাসী ভগবৎ পার্শ্বদদের প্রলয় হয় না। জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে যারা ভগবানকে ভুলে গেছে, তাদের থেকে ভগবৎ পার্শ্বদদের সংখ্যা অনেক অনেক গুণ বেশি। চতুঃশ্লোকী ভাগবতের অহমেবাসমেবাগ্রে শ্লোকটির অহম্ শব্দটিকে নির্বিশেষবাদীরা যেভাবে বিশ্লেষণ করে থাকে, তা এখানে খণ্ডন করা হয়েছে। ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্শ্বদেরা প্রলয়ের পরেও থাকেন। এই ধরনের ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বিদুরের প্রশ্নই হচ্ছে ভগবানের সমস্ত পরিকরদের অস্তিত্বের স্পষ্ট ইঙ্গিত। শ্রীল শ্রীধর স্বামী পদাঙ্ক অনুসরণকারী শ্রীজীব গোস্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উভয়েই কাশীখণ্ডে তা প্রতিপন্ন করেছেন।

ন চ্যবন্তে হি যদুজ্জা মহত্যাং প্রলয়াপদি ।

অতোহ্চ্যাতোহখিলে লোকে স একঃ সর্বগোহব্যয়ঃ ॥



“সমগ্র জড় সৃষ্টির প্রণয়ের পরেও ভগবদ্ভক্তদের ব্যক্তি-সত্তার বিনাশ হয় না। ভগবান নিত্য, এবং জড় ও চিন্ময়—উভয় জগতে তাঁর সঙ্গকারী ভক্তরাও নিত্য।”

### শ্লোক ৩৮

পুরুষস্য চ সংস্থানং স্বরূপং বা পরস্য চ ।

জ্ঞানং চ নৈগমং যত্তদগুরুশিষ্যপ্রয়োজনম্ ॥ ৩৮ ॥

পুরুষস্য—জীবের; চ—ও; সংস্থানম্—সত্তা; স্বরূপম্—প্রকৃত পরিচয়; বা—অথবা; পরস্য—পরমেশ্বরের; চ—ও; জ্ঞানম্—জ্ঞান; চ—ও; নৈগমম্—উপনিষদের বিষয়ে; যৎ—যা; তৎ—তা; গুরু—গুরু; শিষ্য—শিষ্য; প্রয়োজনম্—আবশ্যকতা।

### অনুবাদ

জীব এবং পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব কি, তাঁদের স্বরূপ কি? বৈদিক জ্ঞানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি? এবং গুরু ও শিষ্যের প্রয়োজন কি?

### তাৎপর্য

জীব তার স্বরূপে ভগবানের নিত্য দাস, এবং ভগবান সকলের কাছ থেকে সব রকম সেবা গ্রহণ করতে পারেন। ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভগবান সমস্ত যজ্ঞ এবং উপস্যার পরম ভোক্তা, তিনি সর্বলোক মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের সুহৃৎ। সেইটি তাঁর প্রকৃত পরিচয়। তাই, জীব যখন ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার করে সেই অনুসারে কার্য করে, তখন সে তার প্রকৃত স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। জ্ঞানের এই স্তরে উন্নীত হতে হলে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন হয়। সৎগুরু চান যে, তাঁর শিষ্যরা যেন ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হওয়ার পন্থা জ্ঞাত হয়, এবং শিষ্যরাও জানেন যে, আত্মতত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের কাছ থেকে ভগবান এবং জীবের নিত্য সম্পর্কের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। দিবা জ্ঞান লাভ করতে হলে, বৈদিক জ্ঞানের উপলব্ধির বলে জাগতিক কার্যকলাপ থেকে অবসর গ্রহণ করা অবশ্যই কর্তব্য। এই শ্লোকের সমস্ত প্রশ্নগুলির মূল কথা হচ্ছে তাই।

### শ্লোক ৩৯

নিমিত্তানি চ তস্যেহ প্রোক্তান্যনঘসূরিভিঃ ।

স্বতো জ্ঞানং কুতঃ পুংসাং ভক্তিবৈরাগ্যমেব বা ॥ ৩৯ ॥



নিমিত্তানি—জ্ঞানের উৎস; চ—ও; তস্য—সেই প্রকার জ্ঞানের; ইহ—এই জগতে; প্রোক্তানি—উল্লেখ করা হয়েছে; অনঘ—নিষ্পাপ; সূরিভিঃ—ভক্তদের দ্বারা; স্বতঃ—স্বয়ংসম্পূর্ণ; জ্ঞানম্—জ্ঞান; কুতঃ—কিভাবে; পুংসাম্—জীবের; ভক্তিঃ—ভক্তিযোগ; বৈরাগ্যম্—অনাসক্তি; এব—নিশ্চয়ই; বা—ও।

### অনুবাদ

ভগবানের নিষ্কলঙ্ক ভক্তেরা এই প্রকার জ্ঞানের উৎস সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। সেই সমস্ত ভক্তদের সহায়তা ব্যতীত ভক্তিযোগ এবং বৈরাগ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা কিভাবে সম্ভব?

### তাৎপর্য

এই রকম অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি রয়েছে যারা সৎগুরুর সহায়তা ব্যতীত আত্ম উপলব্ধির ওকালতি করে। গুরু গ্রহণের আবশ্যকতা অস্বীকার করে এবং নিজেরাই গুরু সেজে ঘোষণা করে যে, গুরু গ্রহণের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন করে না। এমনকি ব্যাসদেবের মতো মহান তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরও গুরু গ্রহণের আবশ্যকতা ছিল, এবং তাঁর গুরুদেব নারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে, তিনি এই দিব্য সাহিত্যসম্ভার শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেছিলেন। এমনকি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও যিনি হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনিও গুরু গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ লোকশিক্ষার জন্য সান্দীপনি মুনিকে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত আচার্য এবং মহাত্মাদের গুরু ছিলেন। ভগবদ্গীতায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর গুরুরূপে বরণ করেছিলেন, যদিও সেই প্রকার লৌকিকতার কোন প্রয়োজন ছিল না। অতএব প্রতিটি ক্ষেত্রেই, গুরু গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। শর্ত কেবল একটিই, এবং তা হচ্ছে গুরুকে সৎ হতে হবে বা প্রামাণিক হতে হবে, অর্থাৎ গুরুদেবকে যথাযথ পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

সূরি মানে হচ্ছে মহাপণ্ডিত, কিন্তু তাঁরা সর্বদাই অনঘ বা নিষ্পাপ নাও হতে পারেন। অনঘসূরি হচ্ছেন তিনি যিনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। যারা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নয়, অথবা যারা ভগবানের সমকক্ষ হতে চায়, তারা অনঘসূরি নয়। শুদ্ধ ভক্তেরা প্রামাণিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে বহু জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং তাঁর সহকারীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে, ভাবী ভক্তদের পরিচালনা করার জন্য বহু শাস্ত্র রচনা করেছেন, আর যারা ভগবানের



গুরু ভক্তির স্তরে উন্নীত হতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই সমস্ত গ্রন্থাবলীর সাহায্য গ্রহণ করা।

### শ্লোক ৪০

এতান্মে পৃচ্ছতঃ প্রশ্নান্ হরেঃ কর্মবিবিৎসয়া ।

ব্রুহি মেহজ্জস্য মিত্রত্বাদজয়া নষ্টচক্ষুষঃ ॥ ৪০ ॥

এতান্—এই সমস্ত; মে—আমার; পৃচ্ছতঃ—প্রশ্নকারী; প্রশ্নান্—প্রশ্নাবলী; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; কর্ম—লীলাসমূহ; বিবিৎসয়া—জানতে ইচ্ছুক; ব্রুহি—দয়া করে বর্ণনা করুন; মে—আমার কাছে; হজ্জস্য—অজ্ঞ; মিত্রত্বাৎ—বন্ধুত্ববশত; অজয়া—বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; নষ্ট-চক্ষুষঃ—যাদের দৃষ্টি হারিয়ে গেছে।

### অনুবাদ

হে মহর্ষি! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির লীলাবিলাস সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক হয়ে আমি এই সমস্ত প্রশ্ন করেছি। আপনি সকলের সুহৃৎ, তাই দয়া করে নষ্ট-দৃষ্টি ব্যক্তির কল্যাণের জন্য আপনি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দান করুন।

### তাৎপর্য

ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার বাসনায় বিদুর অনেক প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। ভগবদ্গীতায় (২/৪১) বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তির পন্থা এক, ভগবদ্ভক্তের বুদ্ধি অনিশ্চয়তার অনন্ত শাখায় বিচলিত হয় না। বিদুরের উদ্দেশ্য ছিল ভগবানের সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া, যাতে মানুষ অবিচলিতভাবে একাগ্রচিত্ত হতে পারে। তিনি মৈত্রেয় মুনির সৌহার্দ্য দাবি করেছিলেন, মৈত্রেয় ঋষির পুত্রতুল্য ছিলেন বলে নয়, কিন্তু তার প্রকৃত কারণ হচ্ছে যে, জড় জগতের প্রভাবে চিন্ময় দৃষ্টি হারিয়েছে যে সমস্ত মানুষ, মৈত্রেয় ঋষি ছিলেন তাদের সকলের সুহৃৎ।

### শ্লোক ৪১

সর্বো বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপো দানানি চানঘ ।

জীবাভয়প্রদানস্য ন কুর্বারন্ কলামপি ॥ ৪১ ॥



সৰ্বে—সর্বপ্রকার; বেদাঃ—বেদ-বিভাগ; চ—ও; যজ্ঞাঃ—যজ্ঞসমূহ; চ—ও; তপঃ—তপশ্চর্যা; দানানি—দানসমূহ; চ—এবং; অনঘ—হে নিষ্পাপ; জীব—জীব; অভয়—জড় ক্লেশ থেকে মুক্ত; প্রদানস্য—যিনি এই প্রকার প্রতিশ্রুতি দান করেন; ন—না; কুর্বারন্—সমান বলে মনে করা যায়; কলাম্—এমনকি আংশিকভাবেও; অপি—নিশ্চয়ই।

### অনুবাদ

হে নিষ্পাপ! আপনার দেওয়া এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমস্ত জড় ক্লেশ থেকে অব্যাহতি প্রদান করবে। এই প্রকার দান সমস্ত বৈদিক যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ইত্যাদি থেকে শ্রেষ্ঠ।

### তাৎপর্য

দানের সর্বোচ্চ পূর্ণতা হচ্ছে জনসাধারণকে জড়জাগতিক ক্লেশ থেকে সর্বতোভাবে মুক্তি প্রদান করা। তা কেবল ভগবন্ত্বত্তির অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সম্ভব। এই প্রকার জ্ঞানের কোন তুলনা হয় না। বৈদিক জ্ঞানের অনুশীলন, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, এবং উদারতা সহকারে সমস্ত দান যদি একত্রিত করা হয়, তাহলেও তা ভগবন্ত্বত্তির অনুশীলনের ফলে জড়জাগতিক ক্লেশ থেকে অব্যাহতির এক অংশের সঙ্গেও তুলনা করা যায় না। মৈত্রেয় ঋষির দান কেবল বিদুরকেই সাহায্য করবে না, পক্ষান্তরে, তার বিশ্বজনীন মহত্বের ফলে তা সর্বকালের সর্বপ্রকার মানুষদের মুক্তি বিধান করবে। এই সূত্রে মৈত্রেয় মুনি অমর।

### শ্লোক ৪২

#### শ্রীশুক উবাচ

স ইথমাপৃষ্টপুরাণকল্পঃ কুরুপ্রধানেন মুনিপ্রধানঃ ।

প্রবৃদ্ধহর্ষো ভগবৎকথায়াম্ সঙ্ঘোদিতস্তং প্রহসন্নিবাহ ॥ ৪২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; সঃ—তিনি; ইথম্—এইভাবে; আপৃষ্ট—জিজ্ঞাসিত হয়ে; পুরাণ-কল্পঃ—যিনি বেদের আনুষঙ্গিক পুরাণসমূহ কিভাবে বিশ্লেষণ করতে হয় তা জানেন; কুরু-প্রধানেন—কুরু-শ্রেষ্ঠের দ্বারা; মুনি-প্রধানঃ—ঋষিদের মধ্যে প্রধান; প্রবৃদ্ধ—পর্যাণ্ডরূপে সমৃদ্ধ; হর্ষঃ—সন্তোষ; ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবান; কথায়াম্—বিষয়ে; সঙ্ঘোদিতঃ—এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে; তম্—বিদুরকে; প্রহসন্—হাস্য সহকারে; ইব—এইভাবে; আহ—উত্তর দিয়েছিলেন।



### অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের কথা বর্ণনা করতে উৎসাহী মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় বিদুর কর্তৃক এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, পুরাণের বর্ণনা অনুসারে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। ভগবানের অপ্ৰাকৃত মহিমা বর্ণনা করে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

### তাৎপর্য

মৈত্রেয় মুনির মতো মহাজ্ঞানী ব্যক্তির সর্বদাই ভগবানের অপ্ৰাকৃত কার্যকলাপ বর্ণনা করতে অত্যন্ত উৎসাহী। বিদুর কর্তৃক এইভাবে আমন্ত্রিত হয়ে মৈত্রেয় মুনি হেসেছিলেন, কেননা তিনি তখন অপ্ৰাকৃত আনন্দ অনুভব করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ‘বিদুরের অতিরিক্ত প্রশ্ন’ নামক সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য ।